হয় দাওলাতুল ইসলাম নতুবা মহাপ্লাবন

দাবিক-২ হতে সংকলিত

হয় দাওলাতুল ইসলাম
নতুবা মহাপ্লাবন

আবু 'আমর আল-কিনানী

সকল প্রশংসা আল্লাহ'র, যিনি সমস্ত সৃষ্ট জগতের মালিক।

কুফর শক্তিগুলো কর্তৃক পরিচালিত তাওয়াগ্বীতদের কালে যে সকল মতাদর্শসমূহ গোটা দুনিয়ার সাধারন জনগনের চিন্তাধারাকে কলুষিত করে আসছে তার মধ্যে একটি হল এই, মানুষ নিজে বেছে নেবে তারা হক্ব অনুসরন করবে নাকি বাতিলের উপর বলবৎ থাকবে। এই মতাদর্শ শেখায়, কারো অধিকার নেই সে অন্যের উপর আক্বিদাহ অথবা মূল্যবোধ আরোপ করতে পারে, সে যেই হোক না কেন, এমনকি তা হোক আল্লাহ'র নাযিলকৃত হক্ব । তারা স্বেচ্ছা-পছন্দের এই পদ্ধতিটিকে আল্লাহ'র দ্বীন আর তাঁর নবীদের (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) আহ্বান বলারও দুঃসাহস দেখিয়েছে।

এই চিন্তাধারার প্রবক্তরা আল্লাহ'র নবীদের ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন তারা মূলতঃ প্রচারক ও পথনির্দেশক, জনগণের উপর যাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, অথবা বড়জোর তারা রাজনৈতিক গুরু বা জনগণের নীতির বিপক্ষাবলম্বন করা বিরোধী নেতার মতো। এই লোকগুলোই নবীদের আরো এইভাবে চিত্রিত করে যেন, তাঁরা তাদের একমাত্র অস্ত্র যাদের মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস ও যুগের পরিবর্তন করা যায় । আর সেই অস্ত্রটি হলো আজ যাকে বলা হয় "শান্তিপূর্ন উপায়ে পরিবর্তন"। এভাবে জনগণের কাছে এইসব লোকদের মতাদর্শসমূহ তুলে ধরা হয়, যাতে সাধারণ মানুষ কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ছাড়াই নিজেদেরটা নিজেরা বেছে নিতে পারে, এমনকি যদি অন্যান্য প্রশ্নবিদ্ধ মতাদর্শগুলো নবীদের পদ্ধতির সম্পূর্ন বিপরীত হয় এবং ঐ সকল কুটনৈতিক যারা জনগণকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে তাদের বিপক্ষে যায় তবুও।

ঠিক এমন সময় উম্মাহ'র একটি দল জেগে উঠল এবং লোকদের পরম সত্য আর সম্পূর্ন বাতিলের মধ্যে বাছাই করতে দেওয়ার বিভ্রান্তিকর মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করল, এই দলের সদস্যদের গায়েও ঐসব দূষিত মতাদর্শের ছোপ ছিল, কেবল তারা ব্যতিত যাদের আল্লাহ রহম করেছেন। এই দলের লোকেরা এই বিশ্বাস রাখে যে, জনগণের অধিকার আছে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার, তবে তা অবশ্যই "সত্য"-এর সীমার ভেতরে থেকে! অন্য ভাষায়, তারা স্পষ্ট কুফরী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে পরিত্যাগ করল, কিন্তু বিভিন্ন বিদ'আত এবং নিফাক্ব'গুলোকে বৈধতার আওতায় রেখে দিল- যে সমস্ত বিদ'আত এবং নিফাক্ব-এর সত্য প্রকৃতি অনেক মুসলিম'রা পর্যন্ত পার্থক্য করতে অক্ষম। এমনকি এই দলের লোকেরা কিছু বিদ'আত এবং নিফাক্ব'কে সরাসরি সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত মনে করল এবং এমনকি এর বহির্ভূত কোন কিছুকে ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি আখ্যা দিল।

বাছাইপ্রবণ এই নতুন প্রবক্তরা ভুলে গেছে যে, উম্মাহ'র অনেকে যারা ইসলামের উপর নামসর্বস্ব ভাবে আছে, মূলতঃ ইসলামের অধিকাংশই তারা ত্যাগ করেছে তাদের কৃতকর্মের কারনে। সুতরাং, জনগনকে বাছাই-এর সুযোগ প্রদান করার আর কোন অবকাশই রইল না। বরং পথনির্দেশক নীতিমালা হল এই, যতবারই বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হবে, ততবারই তা বিপথগামী করবে, হোক তা এখন কিংবা ভবিষ্যতে।

খন্ড-২: নুহ (আলাইহি সালাম)-এর দাও'য়াহ

যেহেতু আমরা এই প্রবন্ধে চেষ্টা করছি সেই সমস্যাটির মূল নিয়ে আলোচনা করার- যা হলো জনগন কে নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া; আমাদের বক্তব্য-

নুহ (আলাইহি সালাম) শুরু থেকেই দাওয়াতের এমন একটি পদ্ধতি অনুসরন করে আসছিলেন যা পছন্দসই বেছে নেওয়ার পদ্ধতিটির সম্পূর্ন উল্টো ছিল। বরং নুহ (আলাইহি সালাম)-এর পদ্ধতি বেছে নেওয়ার পদ্ধতিটির বিপরীত বৈশিষ্টের ছিল, যা কিনা হক্ব থেকে বিচ্যুতি আর বিরোধীতার বিরুদ্ধে প্রাথমিক হুঁশিয়ারি স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ {আর অবশ্যই আমি নূহ (আলাইহি সালাম)-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি।} [সুরা হুদঃ ২৫-২৬]

ইমাম আশ-শাওকানি (রাহীমাহুল্লাহ) বলেনঃ "অবশ্যই, আমি তোমাদের জন্য ভয় করি একটি যন্ত্রণাদায়ক দিনের ভয়াবহ শাস্তির" এই কথাটি ব্যাখ্যামূলক। এর অর্থঃ "আমি তোমাদের সাবধান করেছিলাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার ব্যাপারে, কারন আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি"। এই কথাটি একটি সত্য সতর্কবানী ধারন করে। উপরন্তু, যন্ত্রণাদায়ক সেই দিন বলতে বুঝানো হয়েছে কিয়ামত দিবস অথবা মহাপ্লাবন দিবসকে। ইমাম আশ-শাওকানী (রাহীমাহুল্লাহ)'র উপরোক্ত কথার মধ্যে উল্লেখিত এই "অথবা" শব্দটি উল্লেখিত দুই অবস্থার উভয়ের সমন্বয়কে বুঝায়। এটা এই কারনে, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি নুহ (আলাইহি সালাম) তার ক্বওমকে দিয়েছিলেন তা অন্তর্ভুক্ত করে একই সাথে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি এবং দুনিয়াতে বন্যার কারনে ডুবে যাওয়ার শাস্তি। যার ফলে, তার ক্বওমের লোকেরা অবশেষে উভয় শাস্তি দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ {তাদের গুনাহ'সমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি।}[সুরা নুহঃ ২৫]

এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যখন নুহ(আলাইহি সালাম) এবং তার ক্বওমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুত্রপাত হল এবং প্লাবনের দিবস ঘনিয়ে আসছিল, নুহ (আলাইহি সালাম)-এর কণ্ঠে তার ক্বওমের প্রতি সাবধানবানীর তীব্রতা বাড়তে লাগল। বাস্তবে, তিনি সম্পূর্নভাবে বিতর্ক ত্যাগ করলেন যাতে তারা আগে অভ্যস্ত ছিল, বিশেষতঃ তাঁর নিকট আল্লাহ'র ওহী নাযিল হওয়ার পর যে, তাঁর ক্বওমের লোকদের মধ্যে আর কেউই নতুন করে ঈমান আনবে না, তারা ব্যতিত যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছেন।

তিনি যে সকল সতর্কবানী তার ক্বওমকে উদ্দেশ্যে করে দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হল আল্লাহ

তা'আলার নিম্নলিখিত বানীঃ {তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের উপহাস করছি। অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে-লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে।} [সুরা হুদঃ ৩৮-৩৯]

খন্ড-৩:

আয়াতসমূহে গভীর মনোনিবেশ করা

যারা এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা দেখতে পাবে এটি জনগনকে নির্বাচনের সুযোগ দেওয়ার পদ্ধতিকে ধ্বংস করে। এই আয়াতটি ধারন করে শত্রুতা এবং শাস্তির একটি সাবধানবানী, যা তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত। বরং নেতার এই কঠোর হুঁশিয়ারি ভেঙ্গে ফেলে "বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা" নামক এই নতুন দাওয়াহ'র মতবাদীদের গড়া ভিত্তি ও দূর্গ। তারা দাবি করে শাস্তির ধমকি এবং অপমান আমাদের সময়ের জন্য উপযুক্ত কোন কার্যকর রাজনৈতিক কিংবা দাওয়াতী পন্থা নয়। এবং এগুলো তাদের ভবিষ্যত লক্ষ্যের দিকেও নিয়ে যায়না- এটাই তাদের দাবি। বরং তা একজনের চিন্তাধারায় দুর্বলতাকেই ইংগিত করে। সুতরাং তাদের বক্তব্যের সারমর্ম এবং ভাবার্থ আল্লাহর নবী নুহ (আলাইহি সালাম)-কে দোষারোপের শামিল, যে তিনি অধিকতর ভাল এবং কার্যকর কৌশল পরিত্যাগ করে দুর্বল পথ অবলম্বন করেছেন।

অতঃপর সেই মহাপ্লাবন এল, কিস্তিটি রক্ষা পেল এবং আল-জুদি পাহাড়ে ভিড়ল। "বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা"র আহবানকারীরা কখনই আসল মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেনি, কেন নুহ (আলাইহি সালাম)-এর ঘটনা এত বিখ্যাত একটি ঘটনা, যা একটি মুতাওয়াতির (এত অধিক সংখ্যক বর্ননাকারী দ্বারা বিবৃত যে তা মিথ্যা হবার কোন সম্ভবনা নাই) পর্যায়ের বর্ননা। এবং এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত যা বর্তমান যুগ পর্যন্ত বহুল আলোচিত। তারা এটাও উপলব্ধি করতে পারেনি আল-জুদি নামক পাহাড়টি ইতিহাসের পাতায় উল্লেখযোগ্য একটি প্রতীক হয়ে আছে, এবং এটাও না, নুহ (আলাইহি সালাম)-এর সেই জাহাজ আজও সারা বিশ্বের প্রত্নতত্ত্ববিদদের খোদাই-এর লক্ষ্য। সুতরাং তারা নিজেরাই নিজেদের স্ববিরোধীতা করেছে এবং সফল হয়নি তাদের রাজনীতির ফলাফল এবং সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য, ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে ঐকতান সৃষ্টিতে। অথচ ভিন্ন ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও জনগনের এই বিষয়ে বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ড্যানিয়েল ম্যাকগাইভার্ন নামক একজন বিত্তশালী খ্রিষ্টান ব্যবসায়ী প্রস্তুত ছিল ৯,০০,০০০ আমেরিকান ডলার বিনিয়োগ করে একটি অনুসন্ধানী টিম প্রেরনের জন্য, যারা সম্ভাব্য ঐ স্থানটি তদন্ত করবে যেখানে নুহ (আলাইহি সালাম)-এর কিস্তি ভিড়েছিল। এই সবই কেবল আল্লাহ'র ফয়সালা যা তিনি কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ফয়সালা করেছেন যে, এই কিস্তিটি মানবমন্ডলীর জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবে থাকবে।
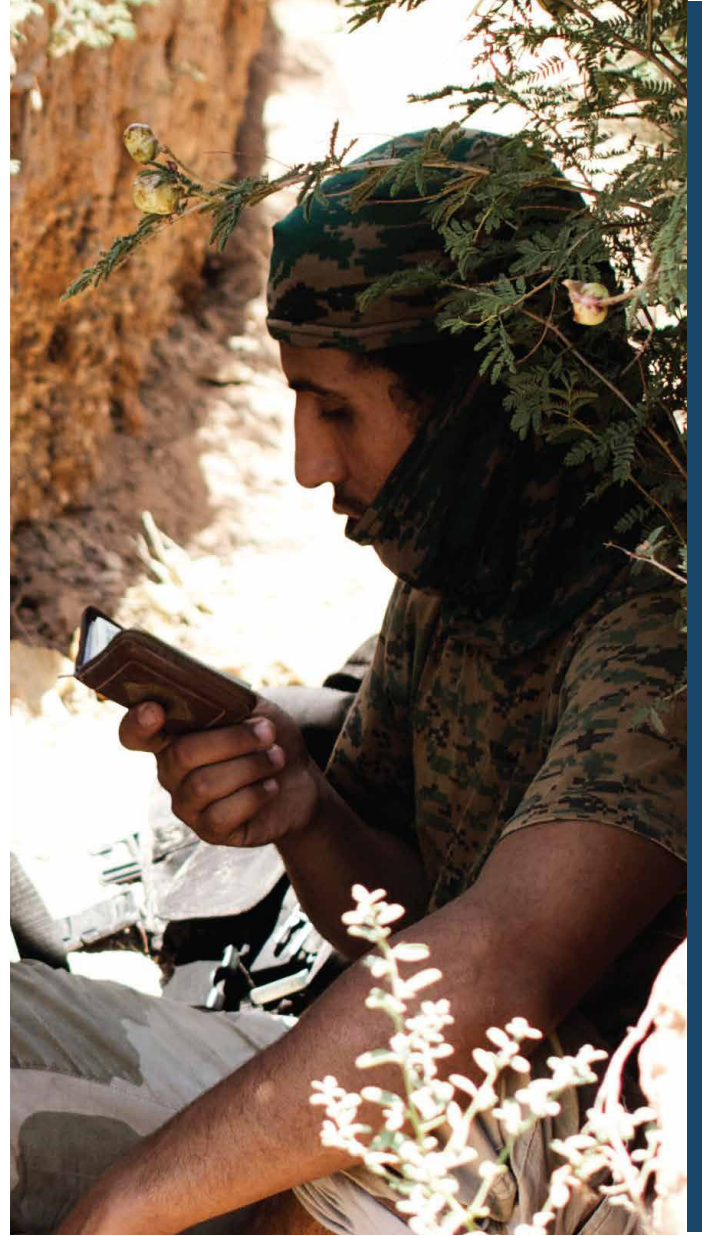
আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ {অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্যে। } [সুরা আল-আনকাবুতঃ ১৫]

আত-তাহির ইবনে আশুর বলেছেন,

স্বয়ং আল্লাহ তাঁর আয়াতে (এবং আমরা এটিকে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির জন্য একটি নিদর্শন বানিয়েছি) "এটি" শব্দ দিয়ে সেই কিস্তিটিকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ এই কিস্তিটিকে মহাপ্লাবনের সেই ঘটনার প্রমানস্বরূপ একটি নিদর্শন বানিয়েছেন, যা কিনা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল যারা তার নবীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং ঐ কিস্তিটি একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই সকল জাতির জন্য যাদের কাছে নুহ (আলাইহি সালাম)-এর পরবর্তী সময়ে নবীদের প্রেরন করা হয়েছে এবং এটা হলো অবিশ্বাসীদের প্রতি হুঁশিয়ারি ও বিশ্বাসীদের জন্য সুস্পষ্ট দলীল। এবং আল্লাহ ঐ কিস্তিটির ধ্বংসাবশেষ টিকিয়ে রেখেছেন মুসলিম উম্মাহ'র প্রথম প্রজন্ম পর্যন্ত। সহিহ আল-বুখারি'তে বর্নিত, ক্বাতাদাহ বলেছেন, "কিস্তিটির ধ্বংসাবশেষ আল-জুদি পাহাড়ের উপর ছিল এবং তা প্রত্যক্ষ করেছিল মুসলিম উম্মাহ'র প্রথম প্রজন্ম। এটা বলা হয়, তা রয়ে গিয়েছিল আব্বাসী খিলাফাহ'র শুরু পর্যন্ত এবং পরে তা বরফের মধ্যে হারিয়ে যায়। আল-জুদি নামক পাহাড়টি বাক্বিরদা নামক একটি গ্রামের নিকটে অবস্থিত ছিল, যা দিজলাহ'র পূর্বে অবস্থিত মসুলের জাজিরাত ইবনে উমারের একটি গ্রাম।
আল্লাহ সুরা আল-ক্বামারে বলেন:

{আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?}
[সুরা আল-ক্বামারঃ ১৫]

আল্লাহ একে "সৃষ্টজগতের জন্য একটি নিদর্শন" এই কথাটি বলার কারনে তা সমগ্র বিশ্বের সকল আবাদকারী মাখলুক'দের অন্তর্ভুক্ত করেছে- প্রথমত, যারা নুহ (আলাইহি সালাম)-এর কিস্তির ধ্বংসাবশেষ দেখেনি, কিন্তু এখন অন্যান্য জাহাজ দেখতে পায় এবং এর মাধ্যমে নুহ (আলাইহি সালাম)-এর কিস্তির কথা স্মরন করে; এবং আরও স্মরন করে এটা আল্লাহ'র ওহীর নির্দেশক্রমে বানানো হয়েছিল নুহ (আলাইহি সালাম)-কে রক্ষা করার জন্য ও অন্য যাদের আল্লাহ রক্ষা করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এটি নিদর্শন এজন্য হয়ে আছে কারন কিস্তিটির অবস্থানরত শহরের অধিবাসীরা এই ঘটনাটি বর্ননা করে এবং এই বর্ননা পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে যেভাবে পরে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে স্থান পায় (মুতাওয়াতির অর্থ কোন ঘটনা এত অধিক সংখ্যক বর্ননাকারী দ্বারা বর্নিত যে তা মিথ্যা হবার সম্ভবনা নাই) [আত-তাহরির ওয়াত-তানবির, ২০:২২৩]

খন্ড-৪:

এই মহাপ্লাবন শান্তিবাদীদের ধ্যানধারণার বিপরীতে একটি জবাব

যদি স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া পদ্ধতির প্রবক্তরা এই সবকিছুর উপর মনোনিবেশ করত তাহলে তারা বুঝত যে এই মহাপ্লাবন একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন, যা ভুল প্রতিপন্ন করে দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে হক্ক আর বাতিলের মধ্যে স্বেচ্ছায় বাছাইকরনের পদ্ধতিকে। কারন এই মহাপ্লাবন ছিল সত্যকে অস্বীকার করার পরিণাম ও ফলাফল যা প্রমান করে, কেউ যদি সত্যকে অস্বীকার করে তবে সে দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে এবং আখিরাতেও ও এতে বাছাই করার কোন অবকাশ নেই। তারা তখন এটাও বুঝতে পারতো যে, পাহাড়টি হলো সুরক্ষার একটি নিদর্শন বিশ্বাসীদের জন্য, আল্লাহ'র পক্ষ থেকে আসা আযাবের বিপরীতে এবং কিস্তিটি সবসময় দুটো ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকবে। প্রথমত, একমাত্র তারাই দুনিয়ার শাস্তি থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যারা সত্যকে গ্রহন করেছে এবং অনুসরন করেছে, তাদের বিপরীতে যারা তা করেনি। দ্বিতীয়ত, প্রতিবার এবং প্রতি জায়গায় যারা আযাবে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল, তারা ছিল সংখ্যায় অধিক অন্যদিকে যারা আযাব থেকে সুরক্ষিত ছিল তারা ছিল সংখ্যায় অল্প।

বরং কেউ যদি এটা মনে করে, নুহ (আলাইহি সালাম) এই মহাপ্লাবনের আগমন আগে থেকে জানতেন না, তবে সে আল্লাহর নবী (আলাইহি সালাম)'কে অপবাদ দেওয়ার আগে যেন নিজের অজ্ঞতাকেই অভিযুক্ত করলো; আর যদি কেউ এটা মনে করে, নুহ (আলাইহি সালাম) মহাপ্লাবনের বিষয়টি নিজে জানতেন কিন্তু সম্পূর্ন গোপন রেখেছিলেন যাতে তাকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় স্বেচ্ছায় বাছাইকরন পদ্ধতির প্রতীক তথা বুদ্ধিবৃত্তিক ত্রাসের পদ্ধতি এড়িয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে, তবে সে নবী নুহ (আলাইহি সালাম)-কে অভিযুক্ত করলো তার ক্বওমের মানুষদের সাথে অপকৌশল আর ধোঁকাবাজির অভিযোগে যাতে তাদের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি ভাল থাকে - বলা বাহুল্য নুহ (আলাইহি সালাম) এই অপবাদ থেকে সম্পুর্ন নিষ্পাপ। এটা ভুলে যাওয়া যাবে না কুর'আনে এটা স্পষ্ট বর্ননা করা হয়েছে নুহ (আলাইহি সালাম) যখন তার কিস্তি তৈরি করছিলেন তখন তাঁর ক্বওমের লোকদের কাছ থেকে ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা শুনার পর তিনি তাদেরকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। আল্লাহ নুহ (আলাইহি সালাম)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের অবাধ্যতার কারনে তাদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা হল বন্যাতে ডুবে যাওয়া, যেটা স্পষ্ট আয়াতে বিদ্যমানঃ

{আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।} [সুরা হুদঃ ৩৭]

এক কথায়, জনগনকে সত্য আর মিথ্যার মাঝে বাছাই করতে দেওয়ার পদ্ধতির সাথে নুহ (আলাইহি সালাম)-এর ক্ষেত্রে উনার গোত্রের লোকদের প্রতি অবলম্বন করা দাওয়াহ পদ্ধতির কোন মিল নেই। তিনি তাদেরকে বলেননি, উদাহরণস্বরুপ- "আমি তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছি এবং তোমাদের নেতারা তোমাদের মিথ্যার দিকে আহবান করছে। সুতরাং তোমরা ঠিক করো তোমরা আমাকে অনুসরন করবে নাকি তোমাদের নেতাদের।" বাস্তবে, তিনি এমন কিছু বলেননি এই বাক্যের মতঃ "তোমরা আমাকে অনুসরন করলে তোমরা সঠিক পথে থাকবে, আর তোমাদের নেতাদের অনুসরন করলে বিপথে যাবে।" এবং এমন কিছুও বলেননি এই বাক্যের মতঃ "তোমরা যদি আমাকে অনুসরন করো তাহলে তোমরা রক্ষা পাবে, আর যদি আমার বিরোধিতা করে তোমাদের নেতাদের অনুসরন করো, তবে তোমাদের পুনরুত্থান হবে আল্লাহ'র সামনে, আর আমি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু করার করেছি, এখন তোমরা তোমাদের পছন্দসই বাছাই করে নিতে পারো তোমাদের পথ।" বরং তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "এটা হয় আমি অথবা মহাপ্লাবন।"

উপরন্তু, নুহ (আলাইহি সালাম)-এর আমলে কেউ যদি স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার পদ্ধতির দিকে লোকদের আহবান করত এই বলে যে, নুহ (আলাইহি সালাম) সত্যের পথের আহবানকারী তবে তার কোন অধিকার নেই তার গোত্রের লোকদের জোরপূর্বক দাওয়াতের অনুসরণ করানোর, সেইক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি নুহ (আলাইহি সালাম)-এর দাওয়াহ অনুযায়ীই একজন কাফির, যদিও সে এই দাওয়াহ'কে সত্য বলেই বিশ্বাস করে!

খন্ড-৫:

মানুষজনের মাঝে অজ্ঞতার ব্যাপক প্রসার

যদি কেউ বলে- "তোমরা চরমপন্থীরা কাফির ও মুশরিক'দের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত এই আয়াত'সমূহকে বর্তমান যুগের মুসলিম'দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছো এবং এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করছো না", তবে আমরা বলব, "বর্তমান যুগে কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বলে এমন লোকদের মুসলিম বলা এমন কোন পরিস্থিতির প্রতিবন্ধকতা হতে পারেনা যেখানে সত্যকে সত্যের মত ব্যাখ্যা করা হবে।"

এটা এই কারনে যে, যারা কেবল মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে তাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের শিরকের মধ্যে জড়িয়ে গেছে, যার মধ্যে আছে তাওয়াসসুল-এর শিরক, শিরক-আদ-দু'য়া, আনুগত্যের শিরক, বিধানের শিরক, মুহাব্বতের শিরক, সমর্থন এবং সহযোগিতার শিরক। এবং আমরা যদি আজ বিভিন্ন ধরনের শিরকের সঠিক জ্ঞান ছাড়াই শর্ত নিরপেক্ষভাবে কোন লোকের ইসলামে বলবত থাকা না থাকা বিচার করি, তবে আমরা সত্য থেকে অনেক দূরে সরে যাবো এবং পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষন-সংশোধন করা ছাড়াই অজ্ঞতা এবং অলসতায় সন্তুষ্ট হবো – যা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

বস্তুত, আজকের যুগের মানুষরা হচ্ছে একশত উটের মত যার থেকে আপনি এমনকি একটা উটও পাবেন না যেটি আরোহনের জন্য উত্তম। ফলতঃ বর্তমান যুগের লোকদের অবস্থা নবীদের যুগের লোকদের অবস্থার সাথে মিলে যায়, যেহেতু আজ এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম যারা নবীদের দাওয়াহ সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম। যার ফলে এখন আর আমরা কোনভাবেই সেই ইসলামিক ব্যবস্থাপনা খুঁজে পাইনা যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবা'দের যুগে বিদ্যমান ছিল; বা যেমনটা ছিল হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের অনুসারী ৪ খালীফাহ'র শাসনকালে যখন অনেক মহৎ সাহাবী ছিলেন নেতা, বিচারক এবং মুসলিম ভু-খন্ডের সামরিক কমান্ডার হিসেবে; বা যেভাবে ইসলামী ব্যবস্থাপনা ছিল সেই প্রজন্মের সময়ে যারা পারস্য ও রোমের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল, শাম-ইরাক ও খোরাসান মুক্ত করার সময়কালে উপস্থিত ছিলেন অথবা সেই প্রজন্ম যারা উপস্থিত ছিলেন উমাইয়াহ যুগে মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে আল-আন্দালুসের দিকে বিস্তারলাভের সময়, বা সবশেষে যেভাবে ইসলামী ব্যবস্থাপনা ছিল সেই প্রজন্মের সময় যখন আলেম'রা প্রকাশ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মধ্যে বাহাস করতেন, একইভাবে করেছেন তাদের অনুসারীরা যারা পরবর্তিতে তাদের অনুসরণ করেছেন ফুরু' (ফিক্বহ শাস্ত্র)'র যুগে, যখন ইসলামের মূল বিষয়গুলি তাদের সময়কার লোকদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারন তখন ছিলনা কোন নাথিজম, সেক্যুলারিজম, লিবারিলিজম, গনতন্ত্র কিংবা এমন কোন মতবাদ যা তাওহীদের মূল শিক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এবং আপনি যদি বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার বাস্তবতা অনুধাবন করতে চান তাহলে কর্নপাত করুন, বুঝার চেষ্টা করুন এবং চিন্তা করুন যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

"ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্নিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মাহ'র সবচেয়ে উত্তম হল আমার সময়কার লোকেরা, এবং অতঃপর তারা যারা তাদের অনুসরনকারী, এবং অতঃপর তারা যারা তাদের অনুসরনকারী।" ইমরান বলেনঃ আমার মনে নেই তিনি তার প্রজন্মের পরে ২ টি প্রজন্ম নাকি ৩ টি প্রজন্মের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেনঃ "তোমাদের পরে এমন প্রজন্ম আসবে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে এবং মুনাফিক্ব ও অবিশ্বস্ত হবে, তারা শপথ করবে এবং শপথ রক্ষা করবেনা এবং তাদের মধ্যে অলসতা লক্ষ করা যাবে।"

ইবনে হাজর বলেছেনঃ "তারা সম্মত হয়েছে যে, শেষের দিকের আত-তাবে-তাবেঈনরা [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অনুসরনকারী দ্বিতীয় প্রজন্ম], বেঁচে ছিলেন আনুমানিক ২২০ হিজরি সাল পর্যন্ত। এই সময়কালে অনেক বিদ'আত এর আবির্ভাব ঘটে। মু'তাজিলা সম্প্রদায় প্রকাশ্যে তাদের আক্বিদাহ প্রচার শুরু করে, দার্শনিকরা তাদের মাথা উঠাতে থাকে, এবং দ্বীনের বুঝদার আলেম'রা কুর'আনের মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হতে থাকেন। পরিস্থিতির খুব দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং আজ পর্যন্ত এই অধঃপতন চলে আসছে। এবং নবীজির সেই বানী, "তখন মিথ্যার প্রসার ঘটবে" খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে, এমন পর্যায়ে যে, মিথ্যা ঘিরে ফেলেছে বিবৃতি, কার্যকলাপ এবং আক্বিদাহ'কে। এবং আমরা আল্লাহ'র সাহায্য চাই। (ফাতহুল বারী, ৬-৭)

সুতরাং, আল্লাহ'র সাহায্য চাওয়া হয়েছে যুগের এই সমস্ত বিভিন্ন কুফর, প্রচলিত কানকথা এবং সত্য থেকে বিচ্যুতির কাছ থেকে, কারন লোকেরা এই সমস্ত আক্বিদাহ অধিকাংশই গ্রহন করেছে এবং তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এবং যারা এই সমস্ত ভ্রান্ত আক্বিদাহ থেকে দূরে ছিলেন, তাদেরও কারও একই পরিনতি হয়েছে অবশেষে সাম্প্রতিক একটি ইসলামী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যা আহলুস-সুন্নাহর পদ্ধতি থেকে ছিটকে দিয়েছে। এবং আমরা আল্লাহ'র কাছ থেকে এসেছি এবং আমরা তার কাছেই ফিরে যাব।

সুতরাং, যতক্ষন আমরা সঠিক ইসলামী ব্যবস্থপনার দিকে ফিরে না যাব, এটা আমাদের প্রত্যেকের উপর কর্তব্য যে সকলে একত্রে চেষ্টা করে স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার এই মতবাদকে সমাজ থেকে উৎপাটন করা, এবং জনগনের

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে না রাখা, স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার দিকে সরাসরি আহবান না করা, বা একে পরোক্ষভাবেও উল্লেখ না করা। বরং আমাদের উচিত তাদের কাছে সরাসরি ঘোষনা করা যে, তারা দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু আমরা তা শক্ত করে ধরেছি, লুফে নিয়েছি এর পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, ব্যাপকতা - যা শিরক, ভ্রান্তির কলঙ্ক থেকে মুক্ত। এবং আল্লাহ'র দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার ব্যাপারে আমাদের যে সংকল্প, তা থেকে যারা আমাদের বিমুখ করার অপচেষ্টা চালাবে, আমরা সম্পুর্ন প্রস্তুত তাদের সামনে দাঁড়ানোর জন্য এবং আমরা আল্লাহ'র দ্বীনকে জয়ী করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাব আমাদের মৃত্যু অবধি, তাদের বিপক্ষে যারা পথভ্রষ্ট এবং ভুল পথের পরিচালনাকারী।

এবং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তার পরিবার ও তার সাহাবা'দের প্রতি।